2.2. THEORIES AND LAWS OF LEARNING .

Md Nasiruddin Pandit

State Aided College Teacher (S.A.C.T.)

Department of Physical Education

Plassey College. Plassey, Nadia.

What is learning ? শিখন কি?

শারীরশিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার প্রয়োগ আলোচনার একটি বিরাট অংশ জুড়ে আছে শিক্ষা । শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় শিখন কার্যক্রম দ্বারা । শিখন হল পথ বা মাধ্যম , যার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীরা নতুন কোন কিছু শেখে অতীত অভিজ্ঞতা , প্রশিক্ষণ এবং পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের তাগিদে আচরণকে পরিবর্তন করে । এই পরিবর্তনকে শিখন বলে । অর্থাৎ অভিজ্ঞতা ও প্রচেষ্টার দ্বারা প্রতিক্রিয়া ছাঁদের উপযুক্ত পরিবর্তন সাধনকে শিখন বলে ।

What is learning continue.....

জীবন ধারণের তাগিদে আমরা প্রতিনিয়ত পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছি । কোন বিশেষ মুহূর্তে কোন বিশেষ আচরণ এই সংগ্রামেরই ফল। পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের ফলে আমাদের জন্মগত আচরণ ধারার পরিবর্তন সাধিত হয় । সহজাত প্রবণতা ও জন্মগত আচরণগুলির পরিবর্তন হয়ে নতুন আচরণ ধারা আমাদের মধ্যে আসে । আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ এবং পরিবেশগত অভিযোজনের তাগিদ সবই আমাদের এই নতুন আচরণ করতে বাধ্য করছে। এই ধরনের আচরণ পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে শিখন বলে ।

Definition of learning (শিখনের সংজ্ঞা)

- অতীত অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণের প্রভাবে আচরণ ধারা পরিবর্তনের যে প্রক্রিয়া তাকেই শিখন বলে। কিন্তু এই সংজ্ঞা যথার্থ নয়। বিভিন্ন মনোবিদ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শিখনের সংজ্ঞা দিয়েছেন। যথা, -
- মনোবিদ গিলফোর্ড শিখনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, - "শিখন এক ধরনের আচরণ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া যা আচরণের দ্বারাই সংঘটিত হয়।"
- মনোবিদ থর্নডাইক মনে করেন যে, "শিখন প্রক্রিয়া হল উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যথাযথ সম্বন্ধ স্থাপন করা।"

Theories of learning (শিখন সম্পর্কিত মতবাদ)

- নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার পর আচরণ ধারার যে পরিবর্তন হয় এবং যে সব মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তা সম্পর্কে বিভিন্ন মনোবিদ ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের উল্লেখ করেছেন। এই মতবাদ গুলিকে শিখনের তত্ব বা মতবাদ বলে। শিখন সম্পর্কিত একাধিক মতবাদ প্রচলিত আছে। তার মধ্যে চারটি মতবাদ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, যেমন –

Theories of learning Continue....

1. সংযোজন বাদ বা প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন মতবাদ (Theory of Connectionism or Bond Theory or Trial and Error Theory of Learning)
2. সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ামতবাদ (Conditioned Reflex Theory of Learning)
3. গেস্টাল্ট বা সমগ্রতা মতবাদ (Gestalt Theory of Learning)
4. পর্যবেক্ষণ ও অনুকরণ মতবাদ (Observational Theory of Learning)

সংযোজন বাদ বা প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন মতবাদ (Theory of Connectionism or Bond Theory or Trial and Error Theory of Learning) :

E.L.Thorndike এবং C.L.Halil এই মতবাদের প্রবর্তকা তাদের মতে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ ও সম্বন্ধ স্থাপন করাই হল শিখন প্রক্রিয়া। বারবার প্রচেষ্টা ও ভুল-ত্রুটি সংশোধনের মাধ্যমেই উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এই সংযোগ স্থাপিত হয়। এই মতবাদকে তাই সংযোজন বাদ বা প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন মতবাদ (Theory of Connectionism or Bond Theory or Trial and Error Theory of Learning) বলা হয়। হঠাৎ বিনা প্রচেষ্টায় কোনো কিছু শেখা সম্ভব নয়। শিখন একটি ধীরগতি প্রক্রিয়া, বারবার প্রচেষ্টার ফলে ব্যর্থ প্রচেষ্টা গুলি অবলুপ্ত হয়ে সফল ও সার্থক প্রচেষ্টা গুলি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মতবাদকে তাই সংযোগ মূলক বা যোগসূত্র স্থাপক মতবাদ বলা হয়।

সংযোজন বাদ বা প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন মতবাদ conti...

- সংযোজনবাদী থর্নড়াইকের শিখন মতবাদের মূল কথা হচ্ছে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নির্ভুল সংযোগ স্থাপন । সংযোজনবাদের অপর নাম প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন মতবাদ । মতবাদটির উদ্ভাবক ই.এল. থর্নর্ভাইক। তাঁর মতে উদ্দীপক আর প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সঠিক সংযোগ স্থাপনই হল শিখন । আর সঠিক সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রাণী বার বার চেষ্টা করে ভুলগুলোকে শুধরে ফেলে এবং এক সময় সঠিক সংযোগ স্থাপনে সমর্থ হয় । তখনই বলা হয় যে শিখন সম্পূর্ণ হয়েছে ।

সংযোজন বাদ বা প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন মতবাদ conti....

থর্নডাইকের পরীক্ষার বর্ণনা :- সংযোজনবাদের অপর নাম প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন মতবাদ । মতবাদটির উদ্ভাবক ই.এল. থর্নডাইক । তাঁর মতে উদ্দীপক আর প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সঠিক সংযোগ স্থাপনই হল শিখন। আর সঠিক সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রাণী বার বার চেষ্টা করে ভুলগুলোকে শুধরে ফেলে এবং এক সময় সঠিক সংযোগ স্থাপনে সমর্থ হয়। তখনই বলা হয় যে শিখন সম্পূর্ণ হয়েছে । এ ব্যাপারে একটি পরীক্ষার উল্লেখ করা যেতে পারে ।

সংযোজন বাদ বা প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন মতবাদ conti....

- পরীক্ষাটির উদ্ভাবক , মনোবিজ্ঞানী থর্নডাইক। তিনি বিড়ালকে দিয়ে পরীক্ষাটি করেছেন । বিড়ালটি ছিল ক্ষুধার্ত । তাকে একটি খাঁচার মধ্যে রাখা হয় । বাইরে ঝুলানো ছিল মাছের টুকরা যা বিড়ালটি খাঁচার ভিতর থেকে দেখতে পেত । খাঁচাটির ব্যবস্থা এমন যে বিশেষ একটি চাবিতে চাপ দিলেই খাঁচার দরজা খুলে যাবে এবং বিড়ালটি বের হয়ে আসতে পারবে । বিড়ালটি মাছ পাবার জন্য খাঁচার ভিতর এলোপাথাড়ি চেষ্টা করে । এক সময় যথাস্থানে থাবার চাপটি পড়ায় দরজা খুলে যায় এবং বিড়ালটি বাইরে এসে মাছটি পেয়ে যায় ।

সংযোজন বাদ বা প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন মতবাদ....conti....

প্রথমবার বের হয়ে আসতে বিড়ালের সময় লেগেছিল ১৬০ সেকেন্ড । এরপর একই পরিস্থিতি সৃষ্টি করে বিড়ালকে বার বার ঐ খাঁচার মধ্যে রাখা হয় । দেখা যায় পরবর্তী প্রতিটি প্রচেষ্টায় তার সময় কম লাগছে । ২৪ তম প্রচেষ্টায় খাঁচা থেকে বের হয়ে আসতে তার সময় লেগেছিল মাত্র ৭ সেকেন্ড । এ থেকে বোঝা যায় প্রাণী প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভুল শুধরে শিখে । আর শিখন তখনই সংঘটিত হয় যখন প্রাণী উদ্দীপক আর প্রতিক্রিয়ার মাঝে সঠিক সংযোগ সাধন করতে পারে । থর্নডাইকের মতে শুধু ইতর প্রাণীই নয় মানুষও এই পদ্ধতিতে শিখে থাকে ।

ধন্যবাদ সকলকে

আজকের মতো এখানেই শেষ করছি